শেয়াল
আর
শ্যামা
'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

রুশী রূপকথা
কথক: আ.ন. তলস্তয়
ছবি এঁকেছেন ইয়েভ্‌গেনি রাচিওভ
অনুবাদ: কৃষ্ণা রায়

একবার এক শ্যামা গাছে বাসা বাঁধল, ডিম পেড়ে বসল তাতে তা' দিতে। শেয়াল তা জানতে পেরে এসে বসল ঐ গাছের কাছে আর লেজ দিয়ে বাড়ি মারতে লাগল ঐ গাছের গুঁড়িতে। ব্যাপারটা কী জানতে শ্যামা গলা বাড়াল তার বাসা থেকে।

'আমি আমার লেজ দিয়ে গাছটা কেটে ফেলব,' বলল শেয়াল, 'তারপর তোমাকে আর তোমার বাচ্চাদের খাব!'

শ্যামা খুব ভয় পেল আর শেয়ালের কাছে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল:

'গাছটা কেট না শেয়ালী মা, আমার ছানাদের খেও না, আমি তোমাকে মধু আর কেক খাওয়াব।'

'বেশ, যদি তুমি আমাকে মধু আর কেক খাওয়াও তবে আমি আর গাছ কাটব না।'

'তাহলে আমার সঙ্গে বড় রাস্তায় চল,' বলল শ্যামা।

তখন শেয়াল আর শ্যামা বড় রাস্তায় চলল। শ্যামা চলল উড়ে উড়ে আর শেয়াল ছুটল তার পিছু পিছু।

শ্যামা দেখতে পেল রাস্তা দিয়ে আসছে এক বুড়ি আর তার নাতনী; তারা বয়ে আনছে এক ঝুড়ি কেক আর এক বয়াম মধু।

শেয়াল এক ঝোপে গিয়ে লুকাল, আর শ্যামা উড়ে বসল রাস্তার ধারে। ভান করল যেন উড়তে পারে না; মাটি থেকে একটু উঁচুতে উঠেই আবার পড়ে যাচ্ছে, আবার একটু উড়ছে, আবার ফিরে আসছে মাটিতে।

'এস আমরা পাখিটা ধরি,' বলল মেয়েটি।

'কি করে একে ধরব?'

'আমরা একে ধরতে চেষ্টা করব, কেমন? এর ডানা ভাঙা বোধ হয়, আর পাখিটা কী সুন্দর!'

তখন সেই বুড়ি আর মেয়েটি তাদের কেকের ঝুড়ি আর মধুর বয়াম মাটিতে নামিয়ে রেখে ছুটল শ্যামার পিছনে।

শ্যামা তাদের নিয়ে গেল কেক আর মধু থেকে অনেক দূরে। শেয়াল কিন্তু একটুও সময় নষ্ট করল না, সে প্রাণভরে যতটা পারল মধু আর কেক খেল, বাকিটা লুকিয়ে রাখল।

শ্যামা উড়ে ফিরে এল তার বাসায় আর শেয়ালও অমনি সেখানে গিয়ে লেজ দিয়ে গাছের গুঁড়িতে বাড়ি মারে ঠক ঠক।

'আমি আমার লেজ দিয়ে এই গাছ কাটব আর তারপর তোমাকে ও তোমার ছানাদের খাব।'

শ্যামা বাসা থেকে মাথা বের করে শেয়ালের কাছে অনুনয়-বিনয় করতে লাগল:

'গাছটা কেট না শেয়ালী মা, আমার ছানাদের খেও না, আমি তোমাকে বিয়ার খাওয়াব।'

'তাহলে তাড়াতাড়ি চল, এত ভারি খাবার আর মিষ্টি খেয়ে আমার এখন ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে।'

তখন আবার উড়ে চলল শ্যামা আর শেয়াল রাস্তা ধরে ছুটল তার পিছু পিছু।

শ্যামা দেখতে পেল ঘোড়ার গাড়িতে করে পিপে বোঝাই বিয়ার নিয়ে চলেছে এক চাষী। সে তখন উড়তে লাগল তার মাথার উপরে, কখনও বসে ঘোড়ার পিঠে কখনও বা পিপেতে, আবার ঘোড়ার পিঠে। শ্যামা চাষীকে এমন বিরক্ত করল যে সে তাকে মারতে চাইল। অবশেষে শ্যামা এসে বসল পিপের ছিপির উপরে। লোকটি কুড়ুল দিয়ে সেই ছিপির উপর এত জোরে বাড়ি মারল যে তা বেরিয়ে ফুটো হয়ে গেল। শ্যামা উড়ে গেল আর লোকটি চলল তাকে ধাওয়া করে।

বিয়ার গড়িয়ে চলল রাস্তা দিয়ে আর শেয়াল যতটা পারল তা খেল, তারপর গান গাইতে গাইতে চলল নিজের রাস্তায়।

যখন শ্যামা তার বাসায় ফিরল, শেয়াল আবার তার লেজ আছড়াতে লাগল গাছের গুঁড়ির গায়ে:

'শ্যামা, ও শ্যামা, তুমি কি আমাকে খাইয়েছ?'

'খাইয়েছি।'

'বিয়ার খেতে দিয়েছ?'

'হ্যাঁ, দিয়েছি।'

'তাহলে এবার আমাকে হাসাও, নইলে লেজ দিয়ে গাছ কেটে আমি তোমার ছানাদের আর তোমাকে খেয়ে ফেলব!'

শ্যামা তখন শেয়ালকে নিয়ে গেল এক গ্রামে, সেখানে এক বুড়ি গোরুর দুধ দুইছে আর বুড়ো তার পাশে বসে বাকল দিয়ে চটি বুনছে।

শ্যামা গিয়ে বসল বুড়ির কাঁধে।

'বুড়ি, নোড় না যেন,' বলল বুড়ো, 'শ্যামাটাকে আমি মারব!' সে বুড়ির কাঁধে বাড়ি মারল, কিন্তু শ্যামা পালিয়ে গেল।

বুড়ি পড়ে গিয়ে উলটে ফেলল তার দুধের পাত্র, তারপর লাফিয়ে উঠে বকতে লাগল বুড়োকে।

শেয়াল অনেকক্ষণ ধরে বোকা বুড়োকে নিয়ে হাসল।

শ্যামা আবার উড়ে চলল তার বাসায়। কিন্তু বাচ্চাদের খাওয়ানোর আগেই শেয়াল আবার তার লেজ দিয়ে গাছে বাড়ি মারছে — ঠক ঠক ঠক!

'শ্যামা, ও শ্যামা, তুমি কি আমাকে খাইয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কি আমাকে বিয়ার দিয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কি আমাকে হাসিয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে এবার আমাকে ভয় দেখাও!'

কিন্তু এবার শ্যামা খুব রেগে গেল:

'ঠিক আছে! চোখ বন্ধ করে আমার পেছু পেছু এসো!'

শ্যামা সারা পথ ডাকতে ডাকতে চলল, আর চোখ বন্ধ করে শেয়াল চলল তার পিছু পিছু। শ্যামা শেয়ালকে সোজা নিয়ে চলল একদল শিকারীর কাছে।

'শেয়ালী মা, এবার তুমি ভয় পেতে পারো!'

শেয়াল তার চোখ খুলে শিকারী কুকুরদের দেখল। খুব জোরে দৌড়ে সে অনেক দূরে পালাল আর শিকারী কুকুররা ধাওয়া করল তার পিছু।

নিজের গর্তে ঢুকে নিঃশ্বাস ফেলে সে বলতে লাগল:

'চোখ, ও চোখ, তোমরা কি করলে?'

'আমরা নজর রেখেছিলাম যাতে কুকুররা তোমাকে খেতে না পারে।'

'কান, আমার কান, তোমরা কি করলে?'

'আমরা শুনছিলাম যাতে কুকুররা তোমাকে ধরতে না পারে।'
'পায়েরা আমার! তোমরা কি করলে?'
'আমরা দৌড়লাম যাতে কুকুররা তোমার কাছে পেঁছতে না পারে।'
'আর লেজ, তুমি কি করলে?'
'আমি ঝোপঝাড় আর গাছের জালে জড়িয়ে গিয়ে তোমার দৌড়ানোয় বাধা দিয়েছি।'
শেয়াল এতে খুব রেগে গেল আর লেজটাকে গর্তের বাইরে বার করে দিল।
'কুকুররা এসো, আমার লেজকে খাও।'
কুকুররা এসে শেয়ালের লেজ ধরে তাকে গর্তের বাইরে টেনে আনল।

সম্পাদনা: ননী ভৌমিক

ЛИСА И ДРОЗД
На языке бенгали

THE FOX AND THE THRUSH
In Bengali

শিশুদের জন্য

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

ISBN 5-05-002899-X